২০২২ সালের দব্লু পি এ ১০৪৪১

আশিস কাঞ্জিলাল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

শ্রী জয় চক্রবর্তী,

শ্রী সন্দীপ দিন্দা

.....আবেদনকারীর জন্য

শ্রী অয়ন ব্যানার্জি,

শ্রীমতী দেবশ্রী ধামালী,

শ্রীমতী রিয়া ঘোষ।

.....এস বি এস টি সি-এর জন্য

শ্রী আশিস কুমার গুহ,

শ্রী অনির্বাণ দত্ত।

.....রাজ্যের জন্য

রিট আবেদননকারী দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী ছিলেন যিনি উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাকে বরখাস্তের নোটিশ প্রদানের কারণে সংক্ষুব্ধ হয়েছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে তার চাকরির বরখাস্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

রিট আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ যে বিবাদী কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে তার জন্ম তারিখ বিবেচনা করে ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩, এবং তার বরখাস্তের তারিখ গণনা করতে ভুল করেছে৷

রিট আবেদনকারী ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ তারিখে তার জন্ম তারিখ বিবেচনা না করে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের ত্রুটি, স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিক এবং বাতিকমূলক আচরণের অভিযোগে বর্তমান মামলাটি করেন। রিট আবেদনকারীর চিঠিতে বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধা করেন

১৪, যে ২০১৯, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক কর্তৃক জারি করে, ৩১ মে, ২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে গ্রেডেশন তালিকার বিষয়ে তার আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে। দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী চক্রবর্তী প্রথমত জমা দিয়েছেন যে চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির সময়, আবেদনকারী প্রকাশ করেছিলেন একটি 'স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট', তার বয়সের প্রমাণ হিসাবে, যা তার জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হিসাবে দেখায়। তার মতে, তিনি, পরবর্তীকালে রিট আবেদনকারী তার যোগ্যতার উন্নতি সাধন করেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে তার 'মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড' এবং 'মাধ্যমিক সার্টিফিকেট' তার আপগ্রেড করা যোগ্যতার প্রমাণের পাশাপাশি তার বয়সের প্রমাণ হিসাবে জমা দেন। শ্রী চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে সেই নথিগুলিতে রিট আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ বলা হয়েছে। শ্রী চক্রবর্তী পরিচয়পত্রের ফটোকপির উপরও নির্ভর করেছেন, যা আবেদনকারীকে ইস্যু করা হয়েছে বলে জানা গেছে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ দ্বারা, যার মধ্যে তার জন্ম তারিখ ১৯৬৬ রয়েছে। রিট পিটিশন এবং সম্পূরক হলফনামার সাথে সংযুক্ত হিসাবে আবেদনকারীর দ্বারা আরও দুটি নথির উপর নির্ভর করা হয় যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রেডেশন তালিকার অংশ বলে বলা হয় ২০০৫ সাল, যা পিটিশনকারীর জন্মতারিখ ১৯৬৬ সালেও দেখিয়েছে। শ্রী চক্রবর্তীর মতে, রিট পিটিশনকারীর বয়সের বিষয়ে, রিট পিটিশনের বিষয়ে তারা যেই অবস্থান নিয়েছে তা থেকে বিবাদী কর্তৃপক্ষ এখন আইনত প্রত্যাহার করতে পারে না। তাঁর মতে, রিট পিটিশনকারীর অবসরের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ প্রস্তাব করা উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের পক্ষে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী এবং বেআইনি। হিসাবে

তার প্রকৃত জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ হিসাবে নথিভুক্ত করেছেন। শ্রী চক্রবর্তী "স্টার্টার-কাম-টিকিট পরীক্ষক" হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতার মানদণ্ডের উপরও নির্ভর করেছেন, অর্থাৎ, মাধ্যমিক বা সমতুল্য এবং বলেছেন যে আবেদনকারী যথাযথভাবে যোগ্য না হলে, তিনি উল্লিখিত পদে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদোন্নতি হতো না।

শ্রী চক্রবর্তী তার যুক্তিতে নিম্নলিখিত দুটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। সেগুলিকে উল্লেখ করে তিনি জমা দিয়েছেন যে 'মাধ্যমিক সার্টিফিকেট' বা 'মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড' একজন ব্যক্তির জন্ম তারিখ সম্পর্কিত বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নথি হবে। রায়গুলি হল (i) ১৯৯০ এস সি সি অনলাইন ক্যাল ৬৬ (দেবীদুস ব্যানার্জী বনাম চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর , ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ওআরএস) এবং (ii) (২০১৮) ০ সুপ্রিম (ক্যাল) ৫২৬ (ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড বনাম সুধাময় গড়াই ও অন্যান্য)

শ্রী ব্যানার্জী মিসেস দেবশ্রী ধামালি দ্বারা সহায়তা হয়েছেন তবে আবেদনকারীর এই ধরনের বিতর্ক এবং প্রার্থনার বিরোধিতা করছেন। শুরুতেই উত্তরদাতা রিট পিটিশনারের উপর নির্ভরশীল পরিচয়পত্র এবং তার উপর নির্ভর করা গ্রেডেশন তালিকার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, এটি দাখিল করা হয়েছে যে বিবাদীর অনুরোধে, রিট আবেদনকারী বিবাদীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা দিয়েছেন৷ এটা থেকে, কেউ রিট আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হিসাব বিবেচনা করা যেতে পারে। উত্তরদাতারা আরও নির্ভর করেছেন পরিষেবা বইয়ের নোট এবং আবেদনকারীর যাচাইকরণের ভূমিকার উপর, যেখানে রিট আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১৯৬৩ সালের হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবাদীরা রিট আবেদনকারীকে খারিজ করার আবেদন করেছেন।

স্বীকার্য যে, রিট আবেদনকারীর স্কুল ছাড়ার শংসাপত্রে রিট আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ উল্লেখ রয়েছে। রিট আবেদনকারীর মতে এটি ভুল এবং পরে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে 'মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড' এবং সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সাথে সাথে, উল্লিখিত জন্ম তারিখ সংশোধন করা উচিত ছিল। যাইহোক, প্রদর্শিত নথিগুলি থেকে, এই আদালত একটি ধারণার সুবিধার্থে সেগুলির কোনরকম চূড়ান্ত খুঁজে পেতে অক্ষম যে রিট আবেদনকারী তার অন্তর্ভুক্তির পরে যে কোনও সময়ে, 'মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড' এবং 'মাধ্যমিক শংসাপত্র' জমা দিয়েছেন। উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনকারী এই বিষয়টির উপরও জোর দিয়েছেন যে "স্টার্টার - কাম - টিকেট পরীক্ষক" হিসাবে তার নিয়োগ নিজেই তার মাধ্যমিক বা সমমানের যোগ্যতার উত্তরদাতা কর্তৃক স্বীকৃতির প্রমাণ এবং তাই এটি অনুমান করা যেতে পারে যে 'মাধ্যমিক সার্টিফিকেট' বা 'মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড' উত্তরদাতা কর্পোরেশনের সাথে সজ্জিত করা হয়েছিল দুর্ভাগ্যবশত আবেদনকারীর এই স্টার্টার-কাম-টিকিট সংগ্রাহক পদে নিয়োগ এই আদালতের ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশ অনুসারে করা হয়েছিল, এবং তার মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বিবেচনা করা হতে পারে এমন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নয়। আদালত কৌতূহলবশত নোট করেছেন যে রিট পিটিশনের সাথে সংযুক্ত স্কুল ছাড়ার শংসাপত্রের অনুলিপিটি লেখা হয়েছে, এখন পর্যন্ত সেখানে উল্লেখিত রিট আবেদনকারীর জন্ম তারিখটি '২৬/১২/৬৩' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংখ্যা

সেখানে '৬৬' ঢোকানো হয়েছে। নিম্নলিখিত প্রাথমিকটি দম দম বিমানবন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বলে মনে হচ্ছে, যেখানে উত্তরদাতার উপর নির্ভর করা একই নথি হিসাবে, তার হলফনামায়, জন্মতারিখের বাইরে এমন কোনও স্ট্রাইকিং বহন করেনি। এছাড়াও মজার বিষয় হল, সার্টিফিকেটের তারিখ, যদিও বেশি লেখা আছে, উভয় নথিতে একইভাবে দেখানো হয়েছে।

এটাও স্পষ্ট যে রিট আবেদনকারীকে "স্টার্টার-কাম-টিকিট কালেক্টর" পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, কোন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, এই আদালতের আদেশের মাধ্যমে। তাই আবেদনকারীর দাবির ভিত্তি, যে তার পদোন্নতি হল নিজস্ব-ব্যাখ্যামূলক সত্য, যেহেতু অ্যাডমিট কার্ড এবং সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিষয়টি, শুধুমাত্র ভিত্তিহীন।

পরিবর্তে ওই দুটি নথি, যেমন রিট আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে, সন্দেহজনক নথির টুকরো বলে মনে হয়। এগুলিকে পিটিশনকারীর কোনও স্বস্তির ভিত্তি ধরা যাবে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি রায়ের প্রয়োগের কোনো পদ্ধতি থাকবে না।

বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এই আদালতের রাই অনুযায়ী রিট পিটিশনের বরখাস্তের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ গণনা করার ক্ষেত্রে বিবাদী কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে কোনও অসঙ্গতি নেই, তাদের নিজস্ব রেকর্ড অনুসারে তার জন্ম তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটি ওয়ারেন্ট নাও হতে পারে।

তাই, ২০২২ সালের ডবলু পি এ ১০৪৪১ হওয়ায় রিট পিটিশন খারিজ করা হয়। কোন আদেশ দেওয়া হইনা খরচ এর উপর।

এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।